আজকের কাগজ
আজকের কাগজ

০৫

তারিখ ...24 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩ ...

আমাদের শিক্ষার মান ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

মোহাম্মদ শামসুল কবির

বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক জোর দিয়ে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম শুরু করছেন। কিন্তু তাতেও শিক্ষার হার যেভাবে বাড়া প্রয়োজন সেভাবে বাড়ছে না। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও রয়েছে অরাজকতা। শিক্ষাঙ্গনে যেভাবে হত্যা,অরাজকতা চলছে তা মোটেও গণতান্ত্রিক দেশে কাম্য হতে পারে না। অপরদিকে চলছে দারিদ্রতা। এই অবস্থা থেকে জাতিকে পরিত্রাণ পেতে হবে এবং সামাজিক অনাচার দূর করতে হলে শিক্ষাকে যে কোনো মূল্যে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে পৃথিবীতে যেমন সভ্যতার বিকাশ ঘটে তেমনি আবার বিশ্বের অনেক জাতিই শিক্ষার অভাবে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। সেটাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। গত ২৩/৫/৯৫ তারিখে যায় যায় দিন প্রকাশিত শিক্ষা সচিবের ছোট একটি উদাহরণ তুলে ধরছি । আমাদের শিক্ষার মান কতোটা করুণ একটি কলেজের চিত্র তুলে ধরে বলেছেন যে ৯৩৬ জন ছাত্রের মধ্যে তিনি পর পর ৫ দিন ৫৭ জন ছাত্রকে উপস্থিত পেয়েছেন। এ বছর ডিগ্রি পরীক্ষায় ১,৮৩,০০০ ছাত্রের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে মাত্র ৭,৫০০ জন তার মধ্যে অংক নিয়েছে মাত্র ৮৫০ জন। আরেকটি তথ্য থেকে জানা যায় সরকার ১৯৯০ সালের পর কোনো নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেনি। শুধু শিক্ষকের অভাব নয়, স্কুল গৃহ এবং শিক্ষার, অন্যান্য উপকরণ বৃদ্ধি পায়নি। সুতরাং ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধি করে শিক্ষার মান বাড়ছে বলে দাবি করা হলেও আসলে শিক্ষা পেছনেই যাচ্ছে এবং এই শিক্ষা নিয়ে আর যাই হোক উন্নয়নের জোয়ার তৈরি করা যায় না। এতো শুধু শিক্ষা সচিব একটি কলেজের চিত্র তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের এমনও প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ রয়েছে যা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষার অঙ্গীকার করেছেন মাত্র। কিন্তু এটাকে কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সে ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেননি। এ ব্যাপারে বাস্তবমুখি কোনো পদক্ষেপ না নিলে অচিরেই দেশ আরো একশ' বছর পিছনে পড়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনিতেই আমরা পার্শ্ববর্তী ভারতের চেয়ে বিভিন্নভাবে পেছনে পড়ে আছি। আর ইউরোপের কাছে যেতে আরো ৫০০ বছর লাগবে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল, ডিগ্রি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের শূন্যপদগুলো যতো তাড়াতাড়ি পারা যায় নিয়োগ করতে হবে। বাড়াতে হবে দক্ষ শিক্ষক। পাশাপাশি তেমনি শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার জন্যে শুধু সরকারি পদক্ষেপ প্রয়োজন তা নয়, এ ব্যাপারে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্যে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের অগ্রণী ভূমিকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি গরিব দেশ। তৃতীয় বিশ্ব বলে পরিচিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, জনসংখ্যা সমস্যা, বেকারত্ব ইত্যাদি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে অশিক্ষা। তবে আমাদের দেশেই যে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে তা ঠিক নয়। গত এপ্রিল মাসে ভারতের সাপ্তাহিক এক বাংলা পত্রিকার সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষার একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর পশ্চিম বঙ্গসহ সব রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনেক বিস্তৃত করেছে। পশ্চিম বঙ্গে এ বিস্তার ঘটেছে বাম ফ্রন্ট সরকারের আমলে। তাদের সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়াও বহু পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাদের ভূমিকা ও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা রীতিমতো

বিস্ময়কর। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সবই ইংরেজি মাধ্যম এবং সমাজের যারা উচু শ্রেণী যেমন মন্ত্রী, আমলা, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, অধ্যাপক তাদের ছেলে মেয়েরাই এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ে এবং পরবর্তীকালে দেশের বড় বড় পদে আসীন হয়।

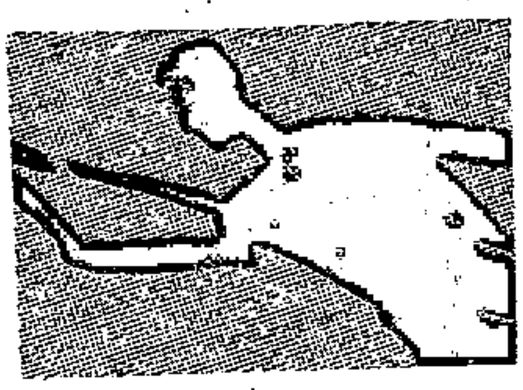

সত্তরের দশকের প্রথম ছয়-সাত বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর, ছাত্র-শিক্ষক হত্যা নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বহু ছাত্রছাত্রীর ও শিক্ষককে খুনির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পাড়া ছাড়তে হয়েছিলো। ফলে একদিকে অনেক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা হারিয়েছে। অন্যদিকে কিছু শিক্ষক অধ্যাপক চাকরি পর্যন্ত হারিয়েছে। এতো গেলো শহরের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা। অন্যদিকে মফস্বলের বেশ কিছু স্কুলে পড়াশুনা ভাল হয় না ছাত্র-শিক্ষক, স্কুল-কলেজে আসতে বিলম্ব করে ইত্যাদি নানাবিধ কারণে। সেখানেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের শূন্যপদ প্রায় ২৫০০০ হাজারের বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার তার বাজেটের ২৬ শতাংশ শিক্ষার জন্যে ব্যয় করে থাকে। পাশাপাশি আমাদের দেশেও যে ভালো স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নেই তা নয়। তবে তুলনামূলকভাবে অনেক কম রয়েছে। যার জন্যে চলছে ভর্তি সমস্যা। তবে উচ্চ শিক্ষার জন্যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, আইন প্রভৃতি রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে এখনো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে। যেমন যুক্তরাজ্যে (১৯৬৯), স্পেন (১৯৭২), ইরান (১৯৭৩), পশ্চিম জার্মানী (১৯৭৪), পাকিস্তান (১৯৭৪), কানাডা (১৯৭৫) জাপান (১৯৮১), ভারত (১৯৮২) এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। অন্যদিকে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশে কয়েকটি বেসরকারিভাবে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হয়েছে এবং গত ৩০/৫/৯৫ তারিখে বেসরকারি পর্যায়ে আমাদের দেশে এই প্রথম ২টি ওয়াই-১২ এয়ার ক্র্যাফট নিয়ে এসেছেন। এবং আগামী সপ্তাহ থেকে যে কোনো সময়ে চালু হতে যাচ্ছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে বা দু'টি এয়ার ক্র্যাফট হলেও চলবে না। সে জন্যে সরকারের পাশাপাশি সচেতন শিল্পপতিদের দেশ গঠনের কাজে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। যেমনটি জাপান নিয়েছিলো ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তারা যেখানে চাকরি করতো বা যে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো সবসময়ই নিজের মনে করে কাজ করতো। যার জন্যে তাদের অবস্থান আজ সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রথম স্থানে।

পরিশেষে এটাই বলতে চাই আগামী ২০০০ সালের মধ্যে দেশের মানুষ যতোক্ষণ শিক্ষিত না হচ্ছে এবং শিক্ষার হার না বাড়ছে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ বুঝতে সক্ষম না হবে, বাঁচার তাগিদে ন্যায়সঙ্গত লড়াই এবং সবার মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির না পাবে ততোক্ষণ দেশের কোনো উন্নতি সাধনের চিন্তা বিফল ছাড়া আর কি হতে পারে? আর তার জন্যে চাই শিক্ষার সার্বজনীনতা। আমাদের জাতীয় স্বার্থে জাতিগঠনের স্বার্থে এবং দেশের উন্নয়নের অগ্রগতির স্বার্থে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। তা না হলে তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

মোহাম্মদ শামসুল কবির : কলাম লেখক।